ভাজা, রসা, তরকারী প্রভৃতি নানা ব্যঞ্জনে নানাভাবের পৃথক পৃথক আস্বাদন হয় ; নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির কীর্ত্তন-স্মরণাদিতেও সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। নামস্মরণ কিন্তু চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধ না হইলে নাম স্মরণ করার যোগ্যতা থাকে না। অতএব সেই স্মরণকীর্ত্তন হইতে শক্তিতে ন্যূন। যেহেতু যে অন্যের অপেক্ষা করে, সেই দুর্ব্বল। স্মরণ চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে বলিয়া দুর্ব্বল। কীর্ত্তন সে অপেক্ষা করে না বলিয়া সবল। মূলে কিন্তু এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ নাই।

এক্ষণে রূপ-স্মরণের কথা বলিতেছেন। শ্রীসূতমুনি ১২।১২।৫০ শ্লোকে শৌণকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ যুগলের স্মৃতি অর্থাৎ স্মরণ নিখিল অভদ্র বিনাশ করে, মঙ্গল বিস্তার করে, চিত্তশুদ্ধ করে এবং ভগবচ্চরণে ভক্তির আবির্ভার করায় ও বিজ্ঞান বিরাগযুক্ত জ্ঞান প্রদান করে।" এস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—প্রেমলক্ষণা ভক্তিলাভই ভগবচ্চরণার-বিন্দ সেবার মুখ্য ফল ; অন্য অমঙ্গল নাশ, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ফল ॥ ২৭৬ ॥

কিঞ্চ—স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি। কিন্ত্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥ ২৭৭ ॥

স্মরতঃ স্মরতে। সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূয় আত্মানং স্মর্ত্তুর্বশীকরোতি ইত্যর্থঃ। অর্থ-কামানিতি বহুবচনং মোক্ষপর্য্যন্তর্ভাবয়তি লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন। যস্মাদেবং তন্মাহাত্ম্যং তস্মাদেব গারুড়েঽপীদমুক্তম্—একস্মিন্নপ্যতিক্রান্তে মুহূর্ত্তে ধ্যানবর্জ্জিতে। দস্যুভির্ম্মুষিতেনৈব যুক্ত মাক্রন্দিতং ভৃশং ॥ ১০।৮০ ॥ শ্রীদামবিপ্র ভার্য্যা তম্ ॥ ২৭৭ ॥

এই স্মরণাঙ্গ ভক্তির মহিমা ১০।৮০।৮ শ্লোকে শ্রীদামবিপ্রপত্নী শ্রীদামবিপ্রকে কহিয়াছিলেন—"জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ নিজ চরণকমল স্মরণকারী-জনের কাছে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া আত্মদান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ নিজকে স্মরণকারীজনের বশীভূত করেন।" আত্মদান শব্দটি যেখানে যেখানে প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেখানে সেখানে বুঝিতে হইবে নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তিদান। মূল শ্লোকে "অর্থকামান্"—এই বহুবচন প্রয়োগ করায় বুঝিতে হইবে যে—অর্থ ও কাম তো দান করেনই, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত দান করেন। যেহেতু স্মরণের মাহাত্ম্য এইপ্রকার বলিয়াই গরুড়-পুরাণেও এইপ্রকার বলা হইয়াছে।

একস্মিন্নপাতিক্রান্তে মুহূর্ত্তে ধ্যানবর্জ্জিতে।
দস্যুভির্ম্মুষিতেনৈব যুক্তমাক্রন্দিতুং ভৃশং ॥